বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৫
০৫ ডিসেম্বর, ২০১৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
মহাসচিবের প্রতিবেদন ২০১৫

বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভার সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ড. সৈয়দ হাদীউজ্জামান, কার্যকরী কমিটির এবং সোসাইটি এর উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আপনাদের সকলকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্ড়রিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনাদের অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫ উপস্থাপন করছি।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ

বার্ষিক উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্মেলন শেষে আমরা উপস্থিত হয়েছি বার্ষিক সাধারণ সভায়। সোসাইটির এই দুটি গুরূত্বপূর্ণ কর্মকান্ড আয়োজন করার সদয় অনুমতি দান এবং সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনের সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. ফারজানা ইসলাম, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান, সম্মেলনের অর্গানাইজিং কমিটি, বিভাগীয় শিক্ষক মন্ডলী ও সংশি-ষ্ট সবাইকে আমি কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্ড়রিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও সম্মেলন সাফল্যমন্ডিত করার সম্মিলিত এই প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে সবদিক থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। আমি বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে এবং সম্মেলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকল সদস্যবৃন্দকে আন্ড়রিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একই সঙ্গে সবাইকে জানাচ্ছি ইংরেজী নববর্ষ ২০১৬ এর আগাম শুভেচ্ছা। নতুন বছর আপনাদের জন্য সুখ, শান্ড়ি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক এ কামনা করি।

সম্মানিত উদ্ভিদ বিজ্ঞানীবৃন্দ,

আমি এবার বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির গত এক বছরের কার্যক্রমের উপর সামান্য আলোকপাত করছি। বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদ ১লা জানুয়ারী ২০১৫ইং তারিখে দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এ কার্যনির্বাহী পরিষদের সময় কাল ২০১৭ সাল পর্যন্ড়। এ যাবত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ চারটি সভায় মিলিত হয়েছেন। এবারের বার্ষিক উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্মেলন ২০১৫, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি তার কর্মকান্ড শুধু ঢাকায় সীমাবদ্ধ না রেখে বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্ড়ৃত করার ব্যাপারে অত্যন্ড় উৎসাহী। আগামীতেও আমরা আশা করবো ঢাকার বাইরে অবস্থিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান সম্মেলন করার জন্য এগিয়ে আসবে। এতে সোসাইটির কার্যক্রম তথা উদ্ভিদবিজ্ঞান এর অগ্রগতি সারা দেশে বিস্ড়ার লাভ করবে।

সুধীমন্ডলী,

বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু তা আশানুরূপ নয়। তাই সোসাইটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। গত এক বছরে সোসাইটিতে ২৫ জন সাধারণ সদস্য, ২৮ জন সহযোগী সদস্য এবং ৩ জন আজীবন সদস্য হয়েছেন । এ নিয়ে বর্তমানে সোসাইটির আজীবন সদস্য সংখ্যা ৫১৩ জন, সাধারণ সদস্য ১১৪৫ জন এবং সহযোগী সদস্য ৫৭১ জন সহ মোট ২২২৯ জন। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে আপনাদের সদয় সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা সোসাইটির সদস্য হওয়ার জন্য

উদ্ভিদবিজ্ঞানের স্নাতক ডিগ্রীধারীদের অনুপ্রেরণা দান করবেন। এছাড়া কোন কোন মাননীয় সদস্যের সঠিক ঠিকানা বর্তমানে আমাদের কাছে না থাকায় সদস্যদের কাছে চিঠিপত্র সময়মত পৌঁছানো যাচ্ছে না। এ অনিচ্ছাকৃত সমস্যার জন্য আমি আন্ড়রিকভাবে দুঃখিত। আপনাদের মধ্যে যাদের ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে বা হবে, তাঁরা পরিবর্তিত ঠিকানা অনুগ্রহ করে সোসাইটির অফিসকে ফোনে/E-mail: info@bdbotsociety.org/message এ জানালে এ ধরনের সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

প্রিয় গবেষকবৃন্দ,

উদ্ভিদবিজ্ঞান গবেষণা ও পাঠদান কে সর্বস্ড়রে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে সোসাইটির সদস্যবৃন্দ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন এবং তার ফলে দেশে এর ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। আমি সোসাইটির সদস্যবৃন্দকে তাঁদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই চিন্ড়া করে আসছে কিভাবে উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিস্ড়ার সারা দেশে বিশেষ করে কলেজ সমুহে ছড়িয়ে দেয়া যায়। এ লক্ষে বিভিন্ন কলেজে সেমিনার আয়োজনের চেষ্টা চলছে। শিক্ষকদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ের উপর সপ্তাহব্যপী ট্রেনিং ও ওয়ার্কশপের আয়োজনের ইচ্ছা আছে। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ে বিজ্ঞান মনষ্কতা এবং আগ্রহ জাগানোর জন্য "উদ্ভিদবিজ্ঞান Olympiad" এর আয়োজন করা হবে। পূর্বেই উলে-খ করা হয়েছে যে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ের আলো ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দেয়ায় লক্ষে আমরা সচেষ্ট।
উপরন্তু উদ্ভিদবিজ্ঞান গবেষনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য BBS Award প্রদান করার বিষয়ে গত কার্যকরী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। বিষয়টি একটু পরে সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করা হবে। আপনাদের সম্মতি পেলে ভবিষ্যতে এই এওয়ার্ড প্রদান করা সম্ভব হবে। এটা সোসাইটির একটি নতুন মাইল ফলক হবে।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র বাংলাদেশ "জার্নাল অব বোটানি" তে প্রকাশের জন্য দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর গবেষণা প্রবন্ধ আসছে। এ কারণে আমরা বর্তমানে জার্নালের ২টির পরিবর্তে ৪টি সংখ্যা বের করতে সক্ষম হয়েছি। এ পযন্ড় ৪৪তম ভলিউমের তিনটি সংখ্যা (মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর) যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং ডিসেম্বর, ২০১৫ সংখ্যা প্রকাশনার প্রস্তুতি চলছে। এ জন্য জার্নালের প্রধান সম্পাদক প্রফেসর মনিরুজ্জামান খন্দকার, নির্বাহী সম্পাদক প্রফেসর মোঃ আবুল বাসার, সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও সম্মনিত রিভিউয়ারবৃন্দকে আন্ড়রিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি সম্মানিত রিভিউয়ারবৃন্দকে তাদের গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য আন্ড়রিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি জানি আপনারা অতি ব্যস্ড়তার মাঝেও কষ্ট করে রিভিউ করে থাকেন। আপনাদের সকলের প্রচেষ্টায় আমাদের জার্নাল Thomson Reuter এর Impact Factor ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। Impact Factor ধরে রাখার অন্যতম বিষয়টি হলো সঠিক সময়ে প্রকাশ করা। সঠিক সময়ে প্রকাশ নির্ভর করে সময়মত Review করা Paper পাওয়ার উপর। আমি অতি বিনয়ের সাথে সম্মানিত রিভিউয়ারবৃন্দকে অনুরোধ করছি যে, আপনারা নির্ধারিত তিন সপ্তাহের মধ্যে Review করে পাঠিয়ে দিলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো। কোন কারণে অপারগ হলে তৎক্ষনাৎ জানিয়ে দিলে বাধিত হবো।

এ ছাড়া বালাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির বাংলা মুখপত্র "উদ্ভিদ বার্তার" ৩০তম ভলিউমের ১ম সংখ্যা জুন ২০১৫ যথা সময় প্রকাশিত হয়েছে। ডিসেম্বর সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুতি চলছে। আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন যে, প্রথম বারের মত এবার ওয়েব সাইটে উদ্ভিদ বার্তা দেওয়া হয়েছে (www. bdbotsociety.org)। আমি উদ্ভিদবার্তার প্রধান সম্পাদক প্রফেসর ড. মোঃ আবুল হাসান, সম্পাদনা পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের সকল সদস্যসহ সম্মানিত লেখকদের আন্ড়রিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তবে

দুর্ভাগ্যবশতঃ উদ্ভিদবার্তায় পর্যাপ্ত লেখা পাওয়া যাচ্ছে না। উদ্ভিদবার্তায় লেখা দেয়ার জন্য সকলকে বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রিয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী বৃন্দ

আমাদের সোসাইটির অফিসকক্ষটি দীর্ঘদিন যাবৎ জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। এ বছরের গোড়ার দিকে কক্ষটির সংস্কার করা হয়েছে। আমাদের Websiteটিকেও আধুনিকরণ করা হয়েছে। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর পরই সুন্দরবনে তেলবাহী ট্যাংকার ডুবির ফলে শ্যালা নদী ও পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলে দূর্যোগ পরিদর্শন ও পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারনের জন্য সোসইটির পক্ষ থেকে আয়োজন করেছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের-এর মাননীয় উপাচার্য মহোদয় ও প্রধান বণসংরক্ষক আমাদের সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু এ বছরের গোড়ার দিকে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তা করা সম্ভব হয় নাই। উপরন্তু অবহেলিত নড়াইলের বট গাছ ও ঠাকুরগাওঁ এর আম গাছ সংরক্ষণে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মাননীয় উপাচার্যযের নেতৃত্বে এসব স্থান পরিদর্শন ও Public awareness বৃদ্ধির চেষ্টা এই শীত মৌসুমে করার ইচ্ছা আছে। আপনাদের সহযোগিতা পেলে আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পারবো বলে আশা রাখি।

সম্মানিত অতিথীবৃন্দ,

সোসাইটির কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অফিস সহকারী জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী এবং জার্নাল প্রকাশনা সহ অন্যান্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে জনাব শাহ আলম সার্বক্ষণিক সহযোগিতা এবং নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমি সোসাইটির সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রিয় সুধীবৃন্দ,

আপনাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ড়তার মাঝে এবং পথের কষ্ট উপেক্ষা করে যে এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন সেজন্য আমি সকলকে আন্ড়রিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ সংগঠনের যেটুকু অর্জন তা আপনাদের আন্ড়রিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টার ফসল। অতীতের মত ভবিষ্যতেও আপনাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এই আশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

(প্রফেসর ড. শেখ শামীমুল আলম)
মহাসচিব
বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি